দৈনিক ইত্তেফাক

তারিখ 22 JUN 2008
পৃষ্ঠা ৮ কলাম ৭

অপ্রয়োজনীয় শিক্ষা প্রতিষ্ঠানসমূহকে বন্ধ করুন

জাতীয় বাজেটে আমাদের শিক্ষা খাত সর্বাধিক গুরুত্ব পাইয়া আসিতেছে। কিন্তু একদিকে এই খাতকে সর্বাধিক অর্থ বরাদ্দ দেওয়া হইতেছে অন্যদিকে অর্থের হরিলুট চলিতেছে দেদারসে। টিআইবির সর্বশেষ জরিপে দেখা যায়, এ খাতে দুর্নীতির পরিমাণ ১১৭ কোটি টাকা। ইহার কারণ বহু শিক্ষা প্রতিষ্ঠানই দুর্নীতিগ্রস্ত। ভর্তি বাণিজ্য, আর্থিক অনিয়ম, শিক্ষক-কর্মকর্তা নিয়োগে দুর্নীতি, টেন্ডারবাজি, উপবৃত্তি ও অনুদানের টাকা আত্মসাৎসহ বহুমুখী দুর্নীতি ও অনিয়মে জর্জরিত। শিক্ষা মন্ত্রণালয়ের পরিদর্শন ও নিরীক্ষা অধিদপ্তর (ডিআইএ) এইসব বিবিধ দুর্নীতি ও অনিয়ম তদন্ত করিয়া থাকে। কিন্তু ডিআইএ'র রিপোর্ট অনুযায়ী ব্যবস্থা গ্রহণ করিতে গেলেই মন্ত্রণালয়ের বিরুদ্ধে মামলা ঠুকিয়া দেওয়া হয়। বর্তমানে এইরূপ মামলার সংখ্যা ছয় হাজারেরও বেশি। ফলে শিক্ষা প্রতিষ্ঠানের দুর্নীতি দূর করিতে দুর্নীতি দমন কমিশনেরও সম্পৃক্ততা জরুরি হইয়া পড়িয়াছে। শিক্ষা প্রতিষ্ঠান হইতে দুর্নীতি নির্মূলের বিষয়টি খুবই গুরুত্বপূর্ণ। বিভিন্ন স্তরের শিক্ষা প্রতিষ্ঠান যদি দুর্নীতিগ্রস্ত হইয়া পড়ে তাহা হইলে সমাজে দুর্নীতিবিরোধী মনোভাব তৈরি হইবে কোথেকে? আমাদের গোড়ায় যদি গলদ থাকে, তাহা হইলে সুস্থ, সুন্দর ও নৈতিকতাসম্পন্ন সমাজ ও রাষ্ট্র প্রতিষ্ঠার স্বপ্ন কখনোই পূরণ হইবে না। এইস্থলে উল্লেখ করা দরকার দেশে মাধ্যমিক ও উচ্চ মাধ্যমিক স্তরের শিক্ষা প্রতিষ্ঠানসমূহের ৯০ ভাগেরও বেশি এমপিওভুক্ত। সরকারি অনুদানের টাকায় চলে। ফলে স্কুল-কলেজের গভর্নিং বডিতে স্থানীয় গণ্যমান্য ব্যক্তিদে বদলে চেয়ারম্যান এবং ইউএনও প্রমুখ ব্যক্তিদের দাপটই বেশি। সরকারি কাঠামোতে সম্পৃক্ত দুর্নীতি খুব স্বাভাবিক কারণে স্কুল-কলেজের উন্নয়ন এবং অর্থায়নেও আসিয়া যু হয়। দুর্নীতি বলিতে গেলে শিক্ষার সর্বস্তরে ছড়াইয়া পড়িয়াছে। ফলে ধীরে ধীরে শিক্ষ প্রতিষ্ঠানগুলিতে শিক্ষামানের অবনতি ঘটিতেছে। এইসব প্রাতিষ্ঠানিক দুর্নীতি তা প্রাতিষ্ঠানিক উপায়েই দূর করিতে হইবে। এখন দুদক এইসব প্রতিষ্ঠানের প্রতিটি পর্যা স্বচ্ছতা ও জবাবদিহিতা প্রতিষ্ঠায় কিরূপ ব্যবস্থা গ্রহণ করিতে পারে তাহাই দেখিবার বিষয়

নব্বই দশকের পর হইতে দেশে শিক্ষা প্রতিষ্ঠানের সংখ্যা ব্যাপকহারে বাড়িয়াছে অনেক সময় কোন নীতিমালার তোয়াক্কা না করিয়া প্রভাবশালীমহল যত্রতত্র শিক্ষা প্রতিষ্ঠা গড়িয়া তুলিয়াছে। কেবল সাইনবোর্ড সর্বস্ব প্রতিষ্ঠানেরও অস্তিত্ব রহিয়াছে হাজার হাজার প্রায় সাড়ে পাঁচ হাজার শিক্ষা প্রতিষ্ঠানই প্রয়োজনের অতিরিক্ত। অবৈধ নিয়োগের কারণে অপ্রয়োজনীয় শিক্ষকের সংখ্যাও ৩০ শতাংশ ছাড়াইয়া গিয়াছে। ইহার চাপ যেমন সরকারি তহবিলের উপর পড়িতেছে, তেমনি অনেক উপযুক্ত ও উন্নত শিক্ষা প্রতিষ্ঠান পর্যাপ্ত বরাদ্দ পাইতেছে না। তাই সামগ্রিক শিক্ষা ব্যবস্থার উন্নয়নের স্বার্থেই শিক্ষাপ্রতিষ্ঠানগুলিতে দুর্নীতির মূলোৎপাটন আবশ্যক। এইজন্য এমপিওভুক্ত শিক্ষা প্রতিষ্ঠানে তদারকি ও জবাবদিহিতা নিশ্চিত করিবার ব্যাপারে কার্যকর ব্যবস্থা গড়িয়া তুলিতে হইবে। আর্থিক অনিয়ম তদন্তের পাশাপাশি শিক্ষকদের নিয়মিত পাঠদান, পূর্ব প্রস্তুতি গ্রহণ, শিক্ষা উপকরণ